সব্যভিচার বা অনৈকান্তিক:

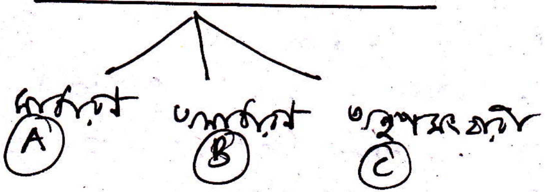

যে হেতুটি ঐকান্তিক নয়, বা একটি পক্ষে নিশ্চিত নয়, যখন সাধ্যের অধিকরণে থাকে, যখন সাধ্যাভাবের অধিকরণে থাকে, অর্থাৎ যে হেতুটি সপক্ষে থাকে এবং বিপক্ষেও থাকে তাকেই অনৈকান্তিক বলা হয়।
(সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তি: সাধারণোঽনৈকান্তিকঃ)

Ⓐ **সাধারণ অনৈকান্তিক:**

সাধ্যাভাবের অধিকরণে যদি হেতু বৃত্তি হয়, তাহলে সাধারণ অনৈকান্তিক হয়। হেতুটি যদি পক্ষ ও ~~[illegible]~~ সপক্ষের সঙ্গে বিপক্ষেও থাকে, তাহলে এই দোষ হয়।

যেমন: ① 'পর্বত: বহ্নিমান প্রমেয়ত্বাত' পর্বত = পক্ষ, বহ্নি = সাধ্য, প্রমেয়ত্ব=হে
সাধ্য বহ্নির অভাবের অধিকরণ জলহ্রদে প্রমেয়ত্ব বর্তমান।
[সপক্ষ = মহানস, বিপক্ষ = জলহ্রদ)

② "পর্বত: ধূমবান্ বহ্নে:"
পর্বত = পক্ষ, ধূম = সাধ্য, বহ্নি হেতু, সপক্ষ = মহানস, বিপক্ষ = অয়
(গোলক

এখানে বহ্নি হেতু সাধ্যের নিশ্চিত অধিকরণ মহানসাদিতে ~~এক~~ যেমন থাকে, তেমনি সাধ্যাভাবের নিশ্চিত অধিকরণ বিপক্ষ অয়োগোলকেও থাকে। ∴ বহ্নি ধূমের ব্যভিচারী।

Ⓑ **অসাধারণ অনৈকান্তিক:**

সর্বসপক্ষবিপক্ষব্যাবৃত্ত: পক্ষমাত্রবৃত্তি: অসাধারণ:

যেখানে হেতুটি কেবল পক্ষেই থাকে, অন্যত্র (সপক্ষ এবং বিপক্ষ) থাকে না কেবল তাকে অসাধারণ অনৈকান্তিক বলা হয়।